যুগান্তর

তারিখ 25 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

রণক্ষেত্র জবি ক্যাম্পাস

আবাসিক হল উদ্ধারের দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষে রোববার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় আশপাশের মানুষকে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ততম এলাকায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান। সেখানে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্য অহেতুক গুলি ছুড়লে কী পরিস্থিতি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালনের সময় যে ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করার কথা, রোববার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালনকারী কোনো কোনো পুলিশ সদস্যের ক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা যায়নি। বরং কোনো কোনো পুলিশের আচরণে বেপরোয়া মনোভাবই স্পষ্ট হয়েছে। পুলিশ সদস্যদের এই বেপরোয়া আচরণের রহস্য সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করা না হলে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

> হাজার হাজার শিক্ষার্থীর এ সমস্যার সুরাহা না হলে শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হবে।

রোববারের ঘটনায় পুলিশের কয়েকজন সদস্য বাড়াবাড়ি করায় তাদের দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হল উদ্ধারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করে আসছেন। তাদের আন্দোলনে অযৌক্তিক কোনো দাবি থাকলে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে, এটাই স্বাভাবিক। আন্দোলনকারীদের কেউ বেআইনি কোনো আচরণ করলে তাদের আইনের আওতায় আনা হলে এ নিয়ে কারও আপত্তি থাকত না। কিন্তু আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু সদস্য শিক্ষার্থীদের যেভাবে বেধড়ক পিটিয়েছে এবং তাদের ওপর গুলি ছুড়েছে, তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এক পর্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নেতা এবং প্রক্টোরিয়াল বডির সদস্যরা পুলিশকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে নিষেধ করলে অনতিদূরে অবস্থানরত পুলিশের সাঁজোয়া যান থেকে শিক্ষকদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়। এতে বোঝা যায়, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওই সদস্যরা শিক্ষকদের মর্যাদা সম্পর্কে মোটেই সচেতন নন। এমন সদস্যদের বেপরোয়া আচরণের কারণেই আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। অবিলম্বে এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া দরকার।

শিক্ষার্থীদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে সবার নৈতিক সমর্থন থাকে। কিন্তু কোনো শিক্ষার্থী বেপরোয়া আচরণ করলে সে সবার সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা সচেতন থাকবে, এটাই প্রত্যাশিত। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে সরকারি-বেসরকারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান। কাজেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কর্মসূচির কারণে যাতে সেসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে কোনো বিঘ্ন না ঘটে, সে বিষয়ে তাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তীব্র আবাসন সংকটের বিষয়টি বহুল আলোচিত। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর এ সমস্যার সুরাহা না হলে শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হবে। পুলিশি ব্যবস্থায় পরিস্থিতি সাময়িকভাবে শান্ত করা গেলেও শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবি মানা না হলে পুনরায় তীব্র অসন্তোষ দানা বাঁধতে পারে। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে হলগুলোর মালিকানা সমস্যায় সুরাহা করা জরুরি। ক্যাম্পাসে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবাসিক সমস্যার সমাধানে সরকার কার্যকর ব্যবস্থা নেবে এটাই দেশবাসী দেখতে চায়। পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালনের সময় যাতে বাড়াবাড়ি না করে, সে ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে।